গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মবিঅ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowca.gov.bd

নম্বর-৩২.০০.০০০০.০২৮.২৩.০২১.২০-১২৪

তারিখ: ৩০ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৩ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক নীতিমালা-২০২১

১. এ নীতিমালা 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক নীতিমালা-২০২১' নামে অভিহিত হবে।

২. পদকের নাম

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক (Bangamata Begum Fazilatun Nesa Mujib Award)

৩. পটভূমি

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের নেপথ্য কারিগর ও অসাধারণ মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন একজন মহীয়সী নারী। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে। তিনি ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, ৭১'র মহান স্বাধীনতা অর্জনসহ প্রতিটি পদক্ষেপ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেপথ্য শক্তি, সাহস ও বিচক্ষণ পরামর্শক ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গৃহবন্দী থেকে এবং পাকিস্তানে কারাবন্দী স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গঠিত মুজিবনগর সরকারের পক্ষে জনমত গঠন এবং বিশ্বব্যাপী স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। বঙ্গবন্ধু কারাবন্দী থাকাকালে এবং রাজনৈতিক সংকটে দলকে সংগঠিত করা, কর্মীদের আর্থিক সহায়তা করা, বঙ্গবন্ধু ও নেতাকর্মীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা এবং আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করা, সংসার পরিচালনা করা, সন্তানদের লেখাপড়া ঠিক রাখাসহ সঠিক সময়ে সঠিক ও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজনীতির কবি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে বঙ্গমাতা ছিলেন রাজনীতির দার্শনিক হিসেবে।

বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনিও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগী ও লাঞ্ছিত মা-বোনদের নানাভাবে সহযোগিতা করেন। ভারত, ব্রিটেন ও জার্মানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ডাক্তার এনে গোপনীয়তা রক্ষা করে তাদের চিকিৎসাসহ সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করেন। তিনি বীরাঙ্গনাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে মর্যাদাসম্পন্ন ও আলোকিত জীবন দান করেন। শহীদ পরিবারের কন্যাদের লেখাপড়ার দায়িত্বও তিনি পালন করেন। তিনি নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কুটির শিল্পসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মেধাবী গরিব পিতার সন্তানদের লেখাপড়া ও তাদের কন্যাদের বিয়েতে সহযোগিতা করেন। তিনি ছিলেন স্বাধীন দেশে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের প্রকৃত নীরব পথ প্রদর্শক।

সমাজে অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছেন প্রতিনিয়ত এবং মানুষের অজ্ঞতা, যুক্তিহীনতা, কুসংস্কার ইত্যাদি দূরীকরণের লক্ষ্যে তিনি ছিলেন সোচ্চার। মহীয়সী এ নারীর দেশপ্রেম, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সাহসিকতা, মহানুভবতা, উদারতা, মানবকল্যাণ ও ত্যাগের মহিমা বাঙালিসহ বিশ্বের সকল নারীর কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। সরকার বঙ্গমাতার অবদান চিরস্মরণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য "বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব" শীর্ষক রাষ্ট্রীয় পদক প্রবর্তন করেছে। নারীদের জন্য "বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব" পদক 'ক' শ্রেণিভুক্ত সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক হিসেবে গণ্য হবে।

৪. পদক প্রদানের ক্ষেত্র

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক' প্রদান করা হবে:

৪.১ রাজনীতি;

৪.২ অর্থনীতি;

৪.৩ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া;

৪.৪ সমাজসেবা;

৪.৫ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ;

৪.৬ গবেষণা;

৪.৭ কৃষি ও পল্লিউন্নয়ন; এবং

৪.৮ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ক্ষেত্র ।

৫. পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা

৫.১ এ পদক প্রদানের জন্য মনোনীত নারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

৫.২ চারিত্রিক গুণাবলি ও দেশাত্ববোধে অনন্য হতে হবে;

৫.৩ পদক প্রদানের ক্ষেত্রে নারীর সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্ব ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবদানকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে; এবং

৫.৪ মরণোত্তর এই পদক প্রদান করা যাবে।

৬. পদক প্রাপ্তির অযোগ্যতা

৬.১ রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ/ ফৌজদারি আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত বা দেউলিয়া কোন ব্যক্তি এ পদক প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না; এবং

৬.২ একবার পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় পদকের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৭. পদক সংখ্যা

প্রতি বৎসর বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) হবে; তবে সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোন বৎসর উপযুক্ত প্রার্থী না পেলে পদক সংখ্যা হ্রাস করতে পারবে।

৮. প্রদেয়সমূহ

'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব' পদকপ্রাপ্ত নারীকে প্রদেয়সমূহ:

৮.১ ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ৪০ (চল্লিশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক;

৮.২ পদকের একটি রেপ্লিকা;

৮.৩ ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) টাকা (ক্রসড চেকের মাধ্যমে প্রদেয়); এবং

৮.৪ একটি সম্মাননা সনদ।

৯. পদক প্রদান কার্যক্রমের ব্যয়

পদক প্রদান কার্যক্রমের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে। এ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করবে।

১০. কার্যক্রম বাস্তবায়ন সময়সূচি

প্রতিবছর ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে মনোনীত ব্যক্তিদের এ পদক প্রদান করা হবে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময়সীমা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	কার্যক্রম	সময়সীমা
১০.১	মনোনয়ন আহ্বানের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও পত্র প্রেরণ	৮ ফেব্রুয়ারি
১০.২	আবেদন গ্রহণ	৮ মার্চ
১০.৩	প্রাথমিক বাছাই কমিটির সভা ও কার্যক্রম সম্পাদন	৮ মে
১০.৪	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	৮ জুন
১০.৫	জাতীয় কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১ জুলাই
১০.৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ	৮ জুলাই
১০.৭	পদক ঘোষণা ও প্রদান	৮ আগস্ট

১১. মনোনয়ন প্রক্রিয়া

১১.১ প্রতি বৎসর ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মাঠ প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে মনোনয়ন আহ্বান করা হবে;

১১.২ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক পাওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থীদের প্রস্তাব/মনোনয়ন আহ্বানের জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রচার করা হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি ও আবেদনের 'ছক' প্রকাশ করা হবে;

১১.৩ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদকপ্রাপ্ত সুধীজনের সুপারিশক্রমে অথবা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা/ মাঠ প্রশাসন/প্রতিষ্ঠান থেকে প্রার্থীর নাম মনোনয়ন প্রদান করা যাবে; এবং

১১.৪ প্রস্তাবিত ব্যক্তি সম্পর্কে নির্ধারিত 'ছক' পূরণ করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মনোনয়ন সরাসরি মন্ত্রণালয়ে বা অনলাইনে জমা দিতে হবে।

১২. প্রার্থী বাছাই কমিটি

১.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭.	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৮.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

১২.১ প্রস্তাবিত ব্যক্তি সম্পর্কে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/অন্যান্য দপ্তর/ মাঠ প্রশাসন/ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত আবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদি নির্ধারিত 'ছক' মোতাবেক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

১২.২ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জনের নাম সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণ করবে;

১২.৩ উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বছরের সুপারিশকৃত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা যাবে; এবং

১২.৪ পদক প্রদানের নাম সুপারিশকালে তুলনামূলক বয়োজ্যেষ্ঠ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

১৩. তালিকা চূড়ান্তকরণ

১৩.১ প্রার্থী বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত তালিকা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও প্রমাণক কাগজপত্রসহ ৮ জুনের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে;

১৩.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তালিকা প্রেরণকালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদকের জন্য সুপারিশকৃত বিশিষ্ট নারীদের জীবনবৃত্তান্ত ও অবদানের ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি থাকতে হবে;

১৩.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে;

১৩.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদকপ্রাপ্তদের নাম অনুমোদনের পর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের অবহিত করতে হবে;

১৩.৫ পদকের জন্য নির্বাচিত কোন ব্যক্তি পদক গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলে পদকপ্রাপ্ত হিসেবে নাম ঘোষণা হবে না;

১৩.৬ সকল কার্যাদি চূড়ান্তকরণের পর এবং পদক সংক্রান্ত পুরস্কার প্রদানের পূর্বে গণমাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হবে;

১৩.৭ মরণোত্তর পদক প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতার কারণ বা অন্য কোন কারণে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অসমর্থ হলে তাঁর মনোনীত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/ প্রতিনিধি পদক গ্রহণ করতে পারবেন; এবং

১৩.৮ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করলে বা অন্য কোন কারণে এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধির নাম মনোনয়ন না করলে পরবর্তী বছর পদক গ্রহণ করতে পারবেন।

১৪. এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ইতোপূর্বে জারিকৃত এতদসংক্রান্ত কোন নির্দেশনাবলি থাকলে এতদ্বারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়